62

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ··· 15 NOV 1997 ···
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ডাকসু ঃ কারো ছাত্রত্ব নেই তবুও তারা ছাত্রনেতা
লাখ লাখ টাকার হরিলুট চলছে, হিসেব নেই

কৈলাস সরকার ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনতন্ত্রে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, কোন অছাত্রই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রছাত্রী সংসদ (ডাকসু) বা হল সংসদের কোন পদে থাকতে পারবে না। কিন্তু ডাকসুর বিভিন্ন পদে এখনো যারা আসীন তাদের কেউই ছাত্র নন, অনেকে দেশেও নেই। কেউ কেউ এমপি, এমন কি মন্ত্রীও হয়েছেন। তারা কেউ ক্যাম্পাসে আসছেন না, ডাকসুর কোন কার্যকারিতাও নেই। অথচ ডাকসুর নামে বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন প্রতিনিধি লাখ লাখ টাকা তুলে খরচ করে চলেছেন।

বর্তমান ডাকসু'র কর্মকর্তারা গত ৭ বছরে বিভিন্ন খাত দেখিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় ৫৬ লাখ টাকা তুলেছেন। এ ৫৬ লাখ টাকার মধ্যে বিভিন্ন খাতে খরচ করা হয়েছে ৪৯ লাখ টাকা। বাকি ৭ লাখ টাকা কোন্ খাতে খরচ হয়েছে তার কোন হদিস নেই। বিভিন্ন খাতে যে ৪৯ লাখ টাকা খরচ করা হয়েছে, তার মধ্যে মাত্র ২২ লাখ টাকার খরচের হিসেব পাওয়া গেছে। বাকি ২৭ লাখ টাকার কোন হিসেব এখনও পাওয়া যায়নি। সে হিসেবে মোট ৩৪ লাখ টাকার কোন হিসেবই মিলছে না।

১৯৯০ সালের ১৯শে জুলাই থেকে চলতি বছরের ২২শে জুন পর্যন্ত হিসেবের চিত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে। ডাকসু খাতে খরচে বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসেবেও রয়েছে অসঙ্গতি। প্রশাসনিক ভবন (রেজিস্ট্রার বিল্ডিং) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ডাকসু প্রতিনিধিগণ গত ৭ বছরে মোট ৪৯ লাখ ৫৭ হাজার ৮শ' ৪৫ টাকা ৪৫ পয়সা উঠিয়েছেন। কিন্তু ডাকসুর কোষাধ্যক্ষ দপ্তরের হিসেব অনুযায়ী, তারা উঠিয়েছেন ৪২ লাখ ৬৯ হাজার ১শ' ২৭ টাকা। এখানেও প্রায় ৬ লাখ ৮৮ হাজার ৭শ' ১৮ টাকার গরমিল।

প্রশাসনিক ভবন থেকে (রেজিস্ট্রার বিল্ডিং) প্রাপ্ত তথ্য ঃ গত ৭ বছরে ডাকসুর বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন খাতে খরচ দেখিয়ে যে ৪৯ লাখ ৫৭ হাজার ৮শ' ৪৫ টাকা ৪৫ পয়সা তুলেছেন, তার মধ্যে '৯০–৯১ বছরে ৮ লাখ ২০ হাজার ১২ টাকা ৪০ পয়সা, '৯১–৯২ বছরে ৭ লাখ ১৭ হাজার ৬শ' টাকা, '৯২–৯৩ বছরে ৮ লাখ ৬শ' টাকা, '৯৩–৯৪ বছরে ২ লাখ ৩৭ হাজার ১১শ' ৪ টাকা, '৯৪–৯৫ বছরে ৮ লাখ ১০ হাজার টাকা, '৯৫–৯৬ বছরে ১২ লাখ ৮০ হাজার ৯শ' ১৩ টাকা এবং '৯৬–৯৭ বছরে ২ লাখ ৬১ হাজার ৬শ' ৬ টাকা। তবে প্রশাসনিক ভবনে এসব খরচের কোন বিবরণ বা ভাউচার পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে প্রশাসনিক ভবন থেকে জানানো হয়েছে, তাদের কাছে কোন হিসেব বা ভাউচার দেয়া হয় না।

সহ–সভাপতি (ভিপি) ঃ ডাকসুর কোষাধ্যক্ষ দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গত ৭ বছরে বিভিন্ন খাতে ভিপি খরচ করেছেন ১ লাখ ২২ হাজার টাকা, যার মধ্যে খরচের হিসেব দেখানো হয়েছে মাত্র ২০ হাজার টাকার। বাকি ১ লাখ ২ হাজার টাকার কোন হিসেব পাওয়া যায়নি। ভিপি যে যেসব খাতে টাকা ব্যয় করেছেন তার মধ্যে দাপ্তরিক খাতে ৪০ হাজার এবং কন্টিনজেন্সি বা আনুষঙ্গিক খাতে ৮২ হাজার টাকা।

ভিপি আমান উল্লাহ আমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন ১৯৮৯–৯০ শিক্ষাবর্ষে ১ বছর মেয়াদি পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান বিভাগের ডিপ্লোমা কোর্সে (রোল নং বব–১৪৪)। '১ বছরের সময়সীমা' পেরিয়ে গেছে বছর সাতেক আগে। ইতোমধ্যে তিনি পরপর ৩ বার এমপি হয়েছেন। বিএনপি'র মন্ত্রিসভায় ১০ দিনের জন্য তিনি মন্ত্রীও হয়েছিলেন। ক্যাম্পাসে তাকে কে কবে দেখেছিল মনেও নেই। অথচ ভিপি খাতে টাকা তোলা ও খরচ চলছেই।

সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ঃ এ সময়সীমায় জি এস বিভিন্ন খাতে খরচ করেছেন ১১ লাখ ২০ হাজার ২শ' ৫২ টাকা। এর মধ্যে খরচের হিসেব দেখিয়েছেন মাত্র ৩ লাখ ৭৬ হাজার ৬শ' ৫ টাকার। বাকি ৭ লাখ ৪৩ হাজার ৬শ' ৪৭ টাকার কোন হিসেব পাওয়া যায়নি। জিএস যেসব খাত দেখিয়ে টাকা তুলেছেন, তার মধ্যে অভিষেক বাবদ ২ লাখ ৪৫ হাজার, ইট–কাঠ ও নববর্ষের শুভেচ্ছা বাবদ ২ লাখ ২৪ হাজার ১শ' ৫০ টাকা, কনটিনজেন্সি বা আনুষঙ্গিক খাতে ১ লাখ

ডাকসু ঃ পৃঃ ১১ কঃ ২

ডাকসু ঃ হিসেব নেই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৯৬ হাজার ৮শ' ১২ টাকা, বিজয় দিবস ও ২১শে ফেব্রুয়ারি বাবদ ২ লাখ ৬৫ হাজার ৯শ' ৬০ টাকা, কবিতা উৎসব বাবদ ৬০ হাজার ৪শ' ৪৪ টাকা, ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ৮৫ হাজার টাকা, ভিপি আমানউল্লাহ আমানের সংবর্ধনা ১৬ হাজার ৬শ' ৮০ টাকা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটি (ডিইউডিএস) বাবদ ৪২ হাজার টাকা।

জিএস খায়রুল কবীর খোকনও ১৯৮৮–৮৯ শিক্ষাবর্ষে পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান বিভাগে ১ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হন। তার ভর্তির ৮ বছর পেরিয়ে গেছে। ছাত্রত্বশেষে তিনি জাতীয় রাজনীতি এবং ব্যক্তিগত কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ডাকসুর টাকা তোলা ও খরচ চলছেই।

সাহিত্য সম্পাদক ঃ সাহিত্য সম্পাদক বিভিন্ন খাতে তুলেছেন ৯ লাখ ৭৮ হাজার ৩শ' ১০ টাকা। এর মধ্যে হিসেব পাওয়া গেছে ৭ লাখ ৩১ হাজার ২শ' ৪০ টাকার। বাকি ২ লাখ ১৭ হাজার ৭০ টাকার হিসেব পাওয়া যায়নি। সাহিত্য সম্পাদক যেসব খাতে টাকা ব্যয় করেছেন, তার মধ্যে কেবল ছাত্রবার্তা বাবদ ৪ লাখ ২০ হাজার, সাহিত্যমেলা, স্বাধীনতা দিবস ও ২১শে সংকলন বাবদ ৩ লাখ ২৪ হাজার ২শ' ৫০ টাকা এবং বিতর্ক ও কবিতা উৎসব বাবদ ৯৩ হাজার টাকা।

সাহিত্য সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন নিয়ামত এলাহী। তিনি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইন্সটিটিউটের শিক্ষক। পরবর্তীকালে এ পদের দায়িত্ব দেয়া হয় ছাত্রদলের বর্তমান কেন্দ্রীয় সভাপতি শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানিকে। তিনি প্রথম ভর্তি হন ফলিত রসায়ন বিভাগে। সেখানের ছাত্রত্ব শেষ হলে পরবর্তীকালে ভর্তি হন আইইআরএ। সেখানের ছাত্রত্বও বাতিল হয়েছে বেশ আগে।

মিলনায়তন সম্পাদক ঃ ডাকসু মিলনায়তন সম্পাদক বিভিন্ন খাতে ৩ লাখ ৩৬ হাজার ১শ' ৬৪ টাকা খরচ করেছেন। এর মধ্যে হিসেব পাওয়া গেছে ২ লাখ ৩৮ হাজার ২শ' ৩৬ টাকার। বাকি ৯৭ হাজার ৯শ' ২৮ টাকার কোন হিসেব পাওয়া যায়নি। ডাকসু মিলনায়তন সম্পাদক যেসব খাতে টাকা ব্যয় করেছেন, তার মধ্যে কেবল সাময়িকী বাবদ ১ লাখ ৬০ হাজার ১শ' ৬৪ টাকা, কমন রুম বাবদ ৩১ হাজার টাকা, কমনরুমের খেলাধুলা সামগ্রী ৭৫ হাজার টাকা এবং অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া বাবদ ৭০ হাজার টাকা। ডাকসু মিলনায়তন সম্পাদক মোঃ মুনির হোসেন ১৯৮৯–৯০ শিক্ষাবর্ষে খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান বিভাগে ১ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হন। দীর্ঘদিন আগেই ছাত্রত্বশেষে তিনি রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে ঠিকাদারি কাজে জড়িয়ে পড়েন। এরপর এ পদের দায়িত্ব দেয়া হয় ডাকসু সদস্য খোরশেদ আলমকে। খোরশেদও দীর্ঘদিন আগে ছাত্রত্বশেষে ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত; কিন্তু এ খাতে টাকা তোলা ও খরচ চলছেই।

ছাত্রী মিলনায়তন সম্পাদিকা ঃ ছাত্রী মিলনায়তন সম্পাদিকা বিভিন্ন খাতে খরচ করেছেন ২ লাখ ১৩ হাজার ৪শ' ১ টাকা। এর মধ্যে হিসেব পাওয়া গেছে ১ লাখ ৮১ হাজার ৭শ' ২৪ টাকার। বাকি ৩১ হাজার ৬শ' ৭৭ টাকার কোন হিসেব নেই। যেসব খাতে এ টাকা তোলা হয়, তার মধ্যে কেবল সাময়িকী বাবদ ১ লাখ ৫৮ হাজার ৯শ' ১ টাকা, কমনরুম বাবদ ৪৯ হাজার ৫শ' টাকা এবং কমনরুমের খেলাধুলা সামগ্রী বাবদ ৫ হাজার টাকা।

নির্বাচিত ছাত্রী মিলনায়তন সম্পাদিকা জাহানারা বেগম জোৎস্না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছেন। জোৎস্না প্রবাসী হওয়ার পর এ পদের দায়িত্ব দেয়া হয় ডাকসু সদস্য শাহানশাহ খন্দকার সোহেলকে। কিন্তু সোহেলও ছাত্রত্বশেষে নিজের কাজে ব্যস্ত। তবে এ খাতে টাকা তোলা এবং খরচ চলছেই।

বিজ্ঞান মিলনায়তন ঃ বিজ্ঞান মিলনায়তন সম্পাদক তুলেছেন ৩ লাখ ৯৭ হাজার ১শ' ৬০ টাকা। এর মধ্যে খরচের হিসেব পাওয়া গেছে মাত্র ২ লাখ ৯০ হাজার ৮শ' ৬৬ টাকার। বাকি ১ লাখ ৬ হাজার ২শ' ৯৪ টাকার কোন হিসেব পাওয়া যায়নি। যেসব খাতে এ টাকা খরচ করা হয়েছে, তার মধ্যে মিলনায়তন খরচ ১৫ হাজার, কমনরুমের খেলাধুলা সামগ্রী ১ লাখ ৭৬ হাজার এবং কমনরুম খরচ ৬ হাজার টাকা।

বিজ্ঞান মিলনায়তন সম্পাদক হাবিবুল ইসলাম হাবিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন আজ থেকে ১১ বছর আগে ২ বছর মেয়াদি পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্স শেষ পর্বে। ফলে দীর্ঘদিন আগেই তিনি ছাত্রত্ব হারিয়ে বর্তমানে নিজের ব্যবসা করছেন। তবে এখনো ডাকসুর সদস্য এবং সম্পাদক। টাকা তোলা ও খরচ চলছেই।

সামাজিক আপ্যায়ন সম্পাদক ঃ এখাতে মাত্র '৯০–৯১ এবং '৯১–৯২ শিক্ষাবছরে খরচ হয় ৩ লাখ ১ হাজার টাকা। যেসব খাতে টাকা খরচ করেছেন তার মধ্যে ২১শে ফেব্রুয়ারি ও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা, ডাকসু সাংস্কৃতিক দল বাবদ ৮৩ হাজার ৫শ' টাকা এবং দাপ্তরিক বাবদ ৭০ হাজার টাকা।

সম্পাদক ছিলেন মোঃ মুনির হোসেন মনির। তিনি ১৯৮৯–৯০ শিক্ষাবর্ষে খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান বিভাগে ১ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হন। দীর্ঘদিন আগেই ছাত্রত্ব হারিয়ে তিনি বর্তমানে আমেরিকায় অবস্থান করছেন।

ক্রীড়া সম্পাদক ঃ ক্রীড়া সম্পাদক গত '৯০–৯১ শিক্ষাবছর থেকে '৯৪–৯৫ শিক্ষাবছর পর্যন্ত মোট ৪ লাখ ৪১ হাজার ৮শ' ৪০ টাকা খরচ করেছেন। এর মধ্যে হিসেব পাওয়া গেছে ২১ হাজার ৪শ' টাকার। বাকি ৪ লাখ ২০ হাজার ৪শ' ৪০ টাকার কোন হিসেব পাওয়া যায়নি। ক্রীড়া সম্পাদক যেসব খাতে টাকা তুলেছেন তার মধ্যে আন্তঃহল ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নামে ৩ লাখ ২৫ হাজার টাকা, খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা বাবদ ১ লাখ ৫ হাজার টাকা এবং বহিস্থ উৎসের অনুকূলে প্রাপ্ত টাকা থেকে ১১ হাজার ৮শ' ৪০ টাকা।

ক্রীড়া সম্পাদক ছাইদ হাসান কানন অনেক আগেই ছাত্রত্ব হারিয়েছেন।

পরিবহন সম্পাদক ঃ পরিবহন সম্পাদক বিভিন্ন খাতে তুলেছেন ৩ লাখ ৫৯ হাজার টাকা। এর মধ্যে হিসেব পাওয়া গেছে মাত্র ৩০ হাজার টাকার। বাকি ৩ লাখ ২৯ হাজার টাকার কোন হিসেব পাওয়া যায়নি। যেসব খাতে টাকা তোলা হয়, তার মধ্যে বাস উদ্বোধন বাবদ ২৮ হাজার, নবীনবরণ বাবদ ১ লাখ ৮৮ হাজার, ঈদ কার্ড ও নববর্ষের শুভেচ্ছা বাবদ ৮৫ হাজার, পরিবহন দিবস ও সংহতি দিবস উপলক্ষে ৩৫ হাজার এবং পিকনিক বাবদ ২০ হাজার টাকা।

পরিবহন সম্পাদক খন্দকার জাহাঙ্গীর আলম ১৯৮৬–৮৭ শিক্ষাবর্ষে ব্যবস্থাপনা বিভাগে ২ বছর মেয়াদি মাস্টার্স শেষ পর্বে ভর্তি হন। তিনি ছাত্রত্ব হারিয়েছেন বহু আগে।

ডাকসুর সর্বশেষ নির্বাচন হয় গত ১৯৯০ সালের ৬ই জুন। প্রতিবছর ডাকসু নির্বাচন হওয়ার নিয়ম থাকলেও গত ৭ বছরেও নির্বাচন সম্ভব হয়নি। ডাকসুও বাতিল করা হয়নি। অছাত্র হওয়া সত্ত্বেও ডাকসুর সদস্য পদ বাতিল করা হয়নি। বরং বিভিন্ন খাত দেখিয়ে প্রতি বছর লাখ লাখ টাকা তুলেছেন বিভিন্ন ডাকসু প্রতিনিধি।